আনন্দবাস ফটুবল টুর্নামেন্টে স্বাগতিকরা চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস পশ্চিমপাড়া যুব সংঘ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২০ এর ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় আনন্দবাস- কুড়ুলগাছিকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে।

খেলায় কুড়ুলগাছি একাদশ -আনন্দবাস পশ্চিম পাড়া যুব সংঘ ১- ১ গোলে ড্র করে। ট্রাইব্রেকারের মাধ্যমে আনন্দবাস পশ্চিম পাড়া একাদশ ৪-গোলে কুড়ুলগাছি একাদশকে পরাজিত করে। খেলা পরিচালনা করেন ইমরান হোসেন। সহযোগিতায় ছিলেন আনন্দবাস পশ্চিমা পাড়া’র যুব সংঘ’র সকল সদ্যসরা।

পরে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাগোয়ান ইউনিয়ন ইউপি চেয়ারম্যান আয়োব আলী, এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও মুজিবনগর ইউপি চেয়ারম্যান মো: জিয়া উদ্দীন বিশ্বাস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা পরিষদ ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ শাহীন উদ্দীন শাহীন, আরও উপস্থিত ছিলেন,

কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ এনামুল করিম (ইনু)। বাগোয়ান ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড মেম্বার আনারুল ইসলাম, মেম্বার ফেরদৌস আলী মেন্ত, মেম্বার জাকির, সহ আনন্দবাস পশ্চিমপাড়া যুব সংঘের সকল সদ্যস উপস্থিত ছিলেন,

এসময় প্রধান অতিথি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য বলেন, মাদকসহ সকল ধরনের কু- সংস্কার থেকে দূরে রাখার জন্য খেলাধুলার বিকল্প নাই। খেলাধুলার মাধ্যমে সমাজের যুবকরা অপরাধ থেকে দূরে থাকে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে খেলাধুলার মাধ্যমে সমাজে অপরাধ প্রবণতা দূর করে। তাই আমাদের সকলের সকল কাজের উর্ধ্বে খেলাধুলাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মিল মালিকদের সাথে জরুরি বৈঠক কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের

দফায় দফায় চালের দাম বাড়ার যৌক্তিক কারণ খুঁজতে মিল মালিকদের ডেকে জরুরি বৈঠক করেছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন। তবে চালের দাম বাড়ার বিষয়ে মিল মালিকরা দায় চাপালেন উত্তরবঙ্গের ধান ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের ওপর। মিল মালিকদের দাবি, উত্তরবঙ্গ থেকে ধান কিনে এনে কুষ্টিয়ার মোকামে চাল উৎপাদন করা হয়। উত্তরবঙ্গে ধানের দাম বেড়ে যাওয়ায় চালের দাম বাড়াতে তারা বাধ্য হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ বৈঠক হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন। বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত চলা বৈঠকে বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুর রশিদসহ জেলা চালকল মালিক সমিতির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে চালের দাম নির্ধারণে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) সিরাজুল ইসলামকে প্রধান করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তানিমুল সিরাম, বাজার মনিটরিং কর্মকর্তা রবিউল ইসলামসহ চারজন মিল মালিককে সদস্য করা হয়। চারজন মিল মালিক হলেন জেলা চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, মিল মালিক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আবদুল খালেক ও ওমর ফারুক।

বৈঠকে জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আবদুস সামাদ বলেন, চালের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তারা চালের দাম বাড়িয়েছেন। তার দাবি, ঢাকা থেকে ব্যাপকভাবে চালের ফরমায়েশ আসছে। গতকাল মোকামে কেজিপ্রতি মিনিকেট চাল বিক্রি হয়েছে ৫২ টাকা দরে।

চালকল মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবদুর রশিদ বলেন, উত্তরবঙ্গের ধানের ওপর আমাদের (কুষ্টিয়া মোকাম) চাল উৎপাদন নির্ভর করে। সেখানে ধান ব্যবসায়ী ও কৃষকদের কাছে প্রচুর ধান মজুদ আছে। তারপরও তারা প্রতিদিন ধানের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আজ (গতকাল) এক হাজার ৩০০ টাকা মণ দরে ধান কেনা হয়েছে। এই দামে ধান কিনে চাল উৎপাদন করলে কেজিপ্রতি চালের দাম মোকামে পড়ে ৫৮ টাকা। এরপরও মিল

মালিকরা ৫২ টাকা কেজি দরে লোকসানে চাল বিক্রি করছেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে বলেন, আবদুর রশিদ যে দামে চাল বিক্রি করে, তার পেছন পেছন অন্যরাও ছোটেন। তিনি ঠিক থাকলে চালের দামও ঠিক থাকে। প্রত্যেকের কর্মকাণ্ড নিয়মিত নজরে রাখা হচ্ছে। অযৌক্তিকভাবে চালের দাম বাড়ানো হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনকে না জানিয়ে চালের দাম বাড়ানো হয়েছে। শুক্রবার থেকে কোনোভাবেই চালের দাম বাড়ানো যাবে না। বাড়লে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন জনগণ করবে- মফিজুর রহমান

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

মফিজুর রহমান: আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। বিগত নির্বাচনে আমি দলীয় সমর্থন পাইনি। তারপরও জনগণের ভালোবাসায় তাদের ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। তবে এবার আমি দলীয় মনোনয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। যদি নৌকার প্রার্থী হতে পারি তবে আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী?

মফিজুর রহমান: আমার ইউনিয়ন পরিষদে আমাকে যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলো যথাযত ভাবে পালন করিছি। আমি কতটুকু সফল বা কতটুকু ব্যর্থ এই মূল্যায়ন জনগণ করবে। জনগণের প্রত্যাশার সব জায়গা আমি পূরণ করেছি। কোন দুর্নীতির সাথে আমি জড়িত না। তাই আমি আশা করছি আমার প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মনোনয়ন না পেলে পুনরায় স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে কিনা?

মফিজুর রহমান: যদি আমি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পাই তবে স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো না। দল যাকে মনোনয়ন দেবে তার হয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করবো।
মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত নির্বাচনে জনগণের প্রতি আপনায় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে?

মফিজুর রহমান: মুজিবনগর উপজেলার ছোট ও অবহেলিত একটি ইউনিয়ন ছিল মোনাখালী। কিন্তু বর্তমানে মোনাখালী ইউনিয়নের প্রতিটি রাস্তা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ সুন্দর। ইউপি সেবা জনগণের একে বারেই দোর গোড়াই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেনের সহযোগীতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন আমাদের ইউনিয়নে হয়েছে।

করোনাকালে সাধারণ মানুষদের সরকারি সুবিধা বাদেও আমি নিজ উদ্যোগে যতটুকু পেরেছি সহযোগীতা করার চেষ্টা করেছি। আমার ইউনিয়নের যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য লাইব্রেরী স্থাপন করেছি। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিতরণ করেছি। সেই সাথে বিভিন্ন খেলা নিজ দায়িত্বে পরিচালনাও করেছি। দোর গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছি। কোন কিছুর ঘাটতি থাকলে সেটা কতৃপক্ষের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

মফিজুর রহমান: বর্তমান সরকারের আমলে দেশ কোন কিছুতেই পিছিয়ে নেই। উন্নয়নের মহাসড়কে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামকে শহরে রুপান্তর করা হবে। এই লক্ষ্যে সকলের সহযোগীতা নিয়ে কাজ করতে চাই।

রাজনৈতিক গ্রুপিংয়ে মিরপুরে ছাত্রলীগ নেতা আটক

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চলসহ তিনজনকে আটক করেছে মিরপুর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে তাদের নিজনিজ বাড়ী থেকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন জেলা ছাত্রলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চল, তার চাচা খোকন মৃধা ও মিরপুর উপজেলা মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা ড্যানী।

তবে এলাকাবাসীর দাবী অল্পদিনেই এস কে চঞ্চলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগকে সুসংগঠিত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় হিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে পুলিশ আটক করায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এস কে চঞ্চলের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী ও দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য মহড়াসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । এ ব্যাপারে মিরপুর থানার এসআই পার্থ ঘোষ বাদী হয়ে চঞ্চলসহ তিন জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।
আটককৃতদেরকে শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে, ছাত্রলীগ নেতা চঞ্চলকে আটক করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলায় আদালতে প্রেরণ করায় এলাকাবাসীসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা চরম ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

তারা বলেন, এস কে চঞ্চল একজন বলিষ্ঠ ছাত্রনেতা ও সমাজ কর্মী। সে

আওয়ামী পরিবারের সন্তান। তার বাবা শহিদুল ইসলাম মৃধা বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। বাবার রাজনৈতিক মতাদর্শ দেখে ছোটবেলা থেকেই আওয়ামী প্রেমী হয়ে ওঠে চঞ্চল। তারপর থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করে সদ্য বিলুপ্ত কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাষ্য অনুযায়ী, এস কে চঞ্চল ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সরব। এলাকার মানুষের সুখে দু:খে সব সময় পাশে দাঁড়ায় সে। তাকে রাজনৈতিক গ্রুপিং এর কারণে আটক করানো হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করছি।

কুমারখালীতে শিশু বলাৎকারের শিকার, অভিযুক্ত গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৫ বছরের শিশুকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে নায়েব আলী (৪৮) নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার তাকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

নায়েব আলী কুমারখালী উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর স্কুল পাড়ার উকিল শেখের ছেলে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ মজিবুর রহমান জানান, বৃহস্পতিবার সকালে শিশুটি তাদের বাড়ির আঙিনায় ধুলোমাটি নিয়ে খেলা করার সময় লম্পট নায়েব তাকে ফুসলিয়ে পার্শ্ববর্তী শফিকের নির্জন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাঁচা পায়খানার পূর্বপাশে বলাৎকার করার সময়ে শিশুটির চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে আসলে সে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

পরে শিশুটির মা থানায় অভিযোগ দিলে নায়েব আলীকে গ্রেফতার করা হয়। এ ব্যাপারে শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের হয়েছে মামলা নং ২১ ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ভেড়ামারায় বাল্যবিয়ে আয়োজনের দায়ে কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বাল্যবিয়ে আয়োজনের দায়ে কণের দাদা মোতালিব মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে কনের চাচাতো ভাই রায়হান কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে ভেড়ামারা পৌরসভার ফারাকপুর ২ নং ওয়ার্ডে আবুল কালাম আজাদ’র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সোহেল মারুফ।

তিনি জানান, বাল্যবিবাহ হচ্ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ভেড়ামারা থানা পুলিশকে সাথে নিয়ে ভেড়ামারা পৌরসভার ফারাকপুর ২ নং ওয়ার্ডে আবুল কালাম আজাদ’র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় কণের আঠারো বছর পূর্ণ না হওয়ায় বাল্য বিবাহের আয়োজন করার দায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ মোতাবেক কণের দাদা মোতালিব মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং কনেকে বাড়িতে রাখা ও বিয়েতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার দায়ে একই আইনে কনের চাচাতো ভাই রায়হান কে একই ধারা মোতাবেক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গাংনীর গৃহবধূ সালমার সুখের ঘরে দুঃখের আগুন!

গৃহবধূ সালমা। চার বছর বয়সী শিশু পুত্র সাঈদকে নিয়ে ভালই কাটছিল তাদের সংসার। কিন্তু এ সুখ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। বহু বিবাহে অভ্যস্থ স্বামী হাবিবুর তাদের এ সুখের ঘরে আগুন লাগিয়েছে। মিথ্যা অপবাদে তাকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়ীতে ফেরত পাঠিয়েছে। এ ব্যাপারে পৌরসভা ও গাংনী থানায় দফায় দফায় বৈঠক ডাকা হলেও একটি রাজনৈতিক দলের ছত্র ছায়ায় থেকে বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন হাবিবুর। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ।
জানা গেছে, ২০১৪ সালের জুনে পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের মেয়ে সালমা খাতুনের সাথে বিয়ে হয় এ উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের জিরাফত আলীর ছেলে হাবিবুর রহমানের সাথে। বেশ সুখেই ছিল তার জীবন। বিয়ের বছর খানেক পরে সালমার কোল জুড়ে আসে এক পুত্র সন্তান। নাম রাখা হয় সাঈদ। বছর দুয়েক পর আবারও সন্তান সম্ভাবা হয়

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হেসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী মেহেরপুরে রেল সংযোগ স্থাপনে অধিকতর গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনা থেকে মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত রেল সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে। পরবর্তিতে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা অথবা মিরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে “দর্শনা জংশন থেকে মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন সংযোগের লক্ষে সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ ডিজাইন” বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুরের উৎপাদিত কৃষিপণ্য কম খরচে যাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকরা নিয়ে যেতে পারেন সে লক্ষ্যে দ্রুত রেল লাইন প্রকল্পটি একনেকে পাশ হবে। এতে করে মেহেরপুর জেলার জন্য এটি একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

তিনি বলেন,,মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে না ফেলে কম জমি নষ্ট করে কত সহজে রেল সংযোগ করা যায় সে বিবেচনায় ফিজিবিলিটি টেস্ট করে দুইটা ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা সেটিকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে রেল সংযোগের ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্প পরিচালক ও রাজশাহী রেলওয়ের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আসাদুল হক।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, মেহেরপুরের পলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু প্রমুখ। এছাড়াও জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও মেহেরপুরের বিভিণ্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

[redacted]

[redacted]